গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর-২০১২

"স্যানিটেশনে অর্থ ব্যয় জীবনমান উন্নয়ন হয়"

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
১৯ আশ্বিন ১৪১৯
০৪ অক্টোবর ২০১২

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস-অক্টোবর ২০১২' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।

সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান জাতি গঠনে পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশনের গুরুত্ব অত্যধিক। কারণ স্যানিটেশন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকায় জনগণ ডায়রিয়াসহ নানা পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। আমি আশা করি স্যানিটেশন মাস পালনের মাধ্যমে জনগণকে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা সহজ হবে, যা জাতিসংঘ উন্নয়ন সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আমার বিশ্বাস ২০১৩ সালের মধ্যে 'সবার জন্য স্যানিটেশন' নিশ্চিত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলে অধিকতর কার্যকর অবদান রাখবেন।

আমি 'স্যানিটেশন মাস-২০১২' উদ্‌যাপনের সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

সুস্থ দেহ সতেজ মন নিশ্চিত করে স্যানিটেশন

স্যানিটেশনের সার্বিক অবস্থা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে সরকারের সদিচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে ১৯৯৮ সালে ***'নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর জাতীয় নীতিমালা'*** প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ***'জাতীয় স্যানিটেশন কৌশল'*** ও পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন খাতের ***'সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, ২০১১-২০২৫'*** প্রণীত হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২৮শে জুলাই ২০১০ তারিখে পানি ও স্যানিটেশনকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সকলের কাছে সুপেয় পানি পৌঁছে দেয়া বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। 'পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন' বিষয়টিকে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে । আঞ্চলিক পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে স্যানিটেশন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য বাংলাদেশের উদ্যোগে ঢাকায় প্রথম **SACOSAN (South Asian Conference on Sanitation)** সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে দক্ষিণ এশিয়ার সার্কভুক্ত দেশসমূহে পর্যায়ক্রমে **SACOSAN** অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে স্যানিটেশন আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে ২০১১ সালে ***'বাংলাস্যান'*** শীর্ষক প্রথম জাতীয় স্যানিটেশন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এভাবেই বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে স্যানিটেশন প্রচার অভিযানে নতুন মাত্রা যোগ হয়।

স্যানিটেশন সংক্রান্ত ২০০৩ সালে পরিচালিত বেইজলাইন সার্ভের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ***শতকরা ৩৩ ভাগ*** পরিবার ন্যূনতম (Basic) স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় থাকলেও খোলা জায়গায় মলমূত্রত্যাগকারী পরিবার ***শতকরা ৪২ ভাগ***। খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগের ফলে পানির প্রধান উৎসগুলি দূষিত হয়ে যায় এবং ডায়রিয়াসহ নানা ধরণের পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ***প্রতি হাজারে ৮৮ জন*** ছিল (BDHS: Bangladesh Demographic and Health Survey 2004)। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যমসহ সকলের সহযোগিতায় সমগ্র দেশে স্যানিটেশন আন্দোলন শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর অক্টোবর মাসকে ***'জাতীয় স্যানিটেশন মাস'*** হিসেবে পালন করা হয়। সকলের অব্যাহত প্রচেষ্টায় বর্তমানে বাংলাদেশে ল্যাট্রিন ব্যবহারকারী (Basic সহ) পরিবারের সংখ্যা ***শতকরা ৯০ ভাগের উর্দ্ধে*** পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত JMP (Joint Monitoring Program 2012) জরীপ প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমানে দেশে স্যানিটেশন সুবিধা ব্যবহারকারী পরিবার ***শতকরা ৮১ ভাগ***, যার মধ্যে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবহারকারী পরিবার ***শতকরা ৫৬ ভাগ*** এবং 'শেয়ারড্ ল্যাট্রিন' ব্যবহারকারী পরিবার ***শতকরা ২৫ ভাগ***। বর্তমানে খোলা জায়গায় মলমূত্রত্যাগকারী পরিবারের সংখ্যা ***শতকরা ৪ ভাগে*** নেমে এসেছে। স্যানিটেশন ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়নের ফলে বর্তমানে শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে (BDHS: 2011 অনুযায়ী ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ***প্রতি হাজারে ৫৩ জন***)।

শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনের পথে বাধা অনেক; বিশেষ করে ***জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ*** স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্থ করছে। দেশজুড়ে স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও অঞ্চলভিত্তিক সমস্যা এখনও রয়ে গেছে। অর্থাৎ সব অঞ্চলে স্যানিটেশন ব্যবস্থা সমভাবে উন্নয়ন করা সম্ভবপর হয়নি। তাই বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি দুর্গম এলাকায় বিশেষ করে চর, হাওড়, নদীভাঙ্গনপ্রবণ জনপদ, চা-বাগান, পাহাড়ী অঞ্চল ও শহরের বস্তি এলাকার স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে কৌশলপত্র প্রণয়ন করে প্রকল্প গ্রহণের কাজও শুরু করেছে। শতভাগ স্যানিটেশন অর্জন একটি দুরূহ কাজ - এ কথা সত্য হলেও সেটি অর্জন করা সম্ভব।

স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা স্যানিটেশন খাতে অর্থ বিনিয়োগ বিশ্বের সকল দেশেই ফলপ্রসূ ও কল্যাণকর হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তাই এ বছরের জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপনের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোর অন্যতম হলো- ***'স্যানিটেশনে অর্থ ব্যয় জীবনমান উন্নয়ন হয়'***। বিশ্ব ব্যাংকের 'The Economic Impacts of Inadequate Sanitation in Bangladesh, ২০১২' শীর্ষক এক গবেষণায় দেখা যায়, স্যানিটেশন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার ফলে প্রতি বছর প্রায় ৪.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ ২৯৫.৫ বিলিয়ন টাকা ক্ষতি হচ্ছে। এই হিসেবে (ক) স্বাস্থ্যগত সমস্যা, (খ) চিকিৎসা বাবদ ব্যয় এবং (গ) কার্যক্ষমতা ও কর্মদিবস হ্রাসের হিসাব আনা হয়েছে। তাই বাংলাদেশ সরকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন-এর গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রতিবছর এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। ২০০৭ সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর ***শতকরা ২.৩ ভাগ*** পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতে ব্যয় করা হয়েছে। ২০১১ সালে এ বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়ে ***শতকরা ৫.৬ ভাগে*** উন্নীত হয়। তবে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও এককভাবে স্যানিটেশনের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবী রাখে। শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনের লক্ষ্যে হতদরিদ্র মানুষের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে উপজেলা উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দ খাতে ***শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত*** বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তবে শহরাঞ্চলে স্যানিটেশন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন জন বসতির মাত্রাতিরিক্ত ঘনত্ব, জায়গার অপ্রতুলতা, নিম্ন আয়ের মানুষের চাপ ইত্যাদি কারণে চ্যালেঞ্জিং ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। তাই সবার জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে আরও অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই আমাদের শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে হবে। একই সাথে ন্যূনতম (Basic) স্যানিটেশন থেকে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবহারকারী সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির ধারাবাহিক উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সমন্বয়ে স্যানিটেশন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি ও জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে সবার জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৯ আশ্বিন ১৪১৯
০৪ অক্টোবর ২০১২

বাণী

স্যানিটেশন সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে স্যানিটেশন কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাবে প্রতিবছর বাংলাদেশে পাঁচ বছরের কম বয়সী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু মৃত্যুবরণ করে। এছাড়া অনেক মানুষ বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হন। জনসচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যভ্যাস পরিবর্তন ও স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব।

দেশের জনগণের সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার ২০১৩ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে স্যানিটেশন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানাই।

আমি 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর-২০১২'-এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

থাকলে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ল্যাট্রিন হবে স্বাস্থ্যসম্মত

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশব্যাপি স্যানিটেশন সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর, ২০১২ খ্রিঃ উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় স্যানিটেশন প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে সরকার অক্টোবর মাসকে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস' হিসেবে উদ্‌যাপন করে আসছে। এই প্রচারাভিযানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্যানিটেশন এর ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য অর্জনে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এ ধরণের বিভিন্ন গণজাগরণমূলক কর্মকাণ্ড জাতিসংঘ ঘোষিত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনের গতিকে আরো বেগবান করবে।

আশাকরি সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসন, গণমাধ্যম ও বিভিন্ন স্তরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণে আমাদের ভৌগলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দরিদ্র, অতি দরিদ্র-এর মত বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সবার জন্য টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'দিন বদলের সনদ' বাস্তবায়নে এ উদ্যোগ যথাযথ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। সবার সম্মিলিত প্রয়াস ও উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ২০১৩ খ্রিঃ সালের মধ্যে সবার জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস-২০১২' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এম.পি)

মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে মানুষের যত্রতত্র মলত্যাগজনিত দূষণের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে স্যানিটেশন ব্যবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি সাধিত হলেও এক্ষেত্রে এখনো শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। তাই স্যানিটেশন বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের বিষয়ে সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধের পাশাপাশি বিভিন্ন পানি বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে।

দেশের পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকারকে বাস্তব রূপ দিতে স্যানিটেশন কার্যক্রম–কে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশে স্যানিটেশন আন্দোলন ইতোমধ্যে যথেষ্ট বেগবান হয়েছে। এই স্যানিটেশন আন্দোলনে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বেসরকারী সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপন দেশে স্যানিটেশন আন্দোলনের একটি অত্যাবশ্যক কর্মসূচি।

আমি আশা করি জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর–২০১২ উদ্‌যাপনের ফলে স্যানিটেশন আন্দোলন গ্রামের সাথে সাথে শহরের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করবে। বিশেষ করে শহর এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার দিকে সিটি কর্পোরেশনসমূহের আরো বেশী নজর দেয়া দরকার।

আমি 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর-২০১২' এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এম.পি)

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

যথাযথ গুরুত্ব সহকারে ২০১২ সালের অক্টোবরে স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সাথে জড়িত সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বিগত কয়েক বছরে স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ সেবা সুবিধার অভিগম্যতায় দেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা বিস্তৃতির পাশাপাশি স্যানিটেশন ও পানি সুবিধায় উন্নত অভিগম্যতা এবং ওরাল রিহাইড্রেশন থেরাপির (ORT) মত ডায়রিয়ার উন্নত অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার ফলে দেশে শিশু মৃত্যু হার আজ নিম্নগামী।

তবে পরিস্থিতির উন্নতি হলেও জনগণ, সুনির্দিষ্টভাবে শিশুরা পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত রোগের ঝুঁকি আজো বহন করেই চলছে। রোগ সংক্রমণ কমিয়ে আনার জন্য কেবলমাত্র ভৌত সুবিধাদিই যথেষ্ট নয়। পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত রোগ সংক্রমণের পথটি সংকুচিত করতে পানি ও স্যানিটেশন সুবিধাদির প্রাপ্যতার সাথে স্বাস্থ্যসম্মত আচরণের সম্মিলন ঘটানো অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে পানি সরবরাহের সাথে সাথে স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণকে গুরুত্বপূর্ণ বিচার্য বিষয় হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। উদ্ভব ঘটেছে জনগোষ্ঠী-নেতৃত্বে সার্বিক স্যানিটেশন (CLTS) পন্থার, যার মাধ্যমে সমগ্র জনগোষ্ঠীর স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ প্রসারের বিষয়গুলো বিবেচিত। জনগণের স্বাস্থ্য মান উন্নয়নে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। স্যানিটেশনের মান স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে পর্যাপ্ত পানি ব্যবহারের বিষয়টি খেয়াল রাখার জন্য আমি সব শ্রেণীর মানুষের প্রতি আহ্বান জানাবো। এর মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা যাবে। উন্নয়ন সহযোগি এবং বেসরকারি সংস্থা সমূহকে জনগণের উন্নত জীবন নিশ্চিতকল্পে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে আরো বেশি সম্পৃক্ত হয়ে সরকারকে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

আমি আশা করছি, স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপন বাংলাদেশকে স্বাস্থ্য সুফলের মানদণ্ডে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। আমি স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ডা. আ. ফ. ম. রুহুল হক এম পি

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন। স্যানিটেশন বিষয়ক এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার তাঁর নির্বাচনী ইস্তেহার সকলের জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এ কথা সত্য যে, দেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার কাংখিত উন্নয়ন করতে হলে সর্বাগ্রে সবার জন্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এ জন্য বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে জরুরি ভিত্তিতে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে স্যানিটেশন সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যক। বিশেষ করে বিষয়টি অনগ্রসর ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য অধিক জরুরি বলে মনে করি। তাই সরকারের স্যানিটেশন সংক্রান্ত অঙ্গীকার দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রচারভিযানের অংশ হিসেবে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বিপুল উৎসাহে অক্টোবর মাসকে জাতীয় স্যানিটেশন মাস ২০১২ হিসেবে উদ্‌যাপন করছে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ; তাহলো ২০০৩ সালে বাংলাদেশে যেখানে খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগকারীর হার ছিল শতকরা ৪২ ভাগ সেখানে সরকারের দৃঢ় প্রত্যয়, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন ধরণের গণমুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগকারীর হার শতকরা ৪ ভাগে নেমে এসেছে।

আশা করি শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করার অঙ্গীকার পূরণে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারি সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বিশেষ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান তথা জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের হতদরিদ্রদের কাছে স্যানিটেশন সুবিধা পৌঁছে দিতে এবং গণমানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। কেননা জাতীয় স্বার্থে এ লক্ষ্যমাত্রা আমাদের অর্জন করতেই হবে এবং এ অর্জনের জন্য সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ একান্তভাবে প্রয়োজন।

আশা করি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় স্যানিটেশন মাস ২০১২ তার অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে। এই উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১২ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এম পি)

প্রধান প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি যে সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি করেছিল এবং মানুষের আত্মসম্মান, আত্মসম্ভ্রম আর গণস্বাস্থ্যের জন্য হুমকী হয়ে দাড়িয়েছিল, তা থেকে আজকে আমরা অনেকটাই পরিত্রান পেয়েছি। এটা সম্ভব হয়েছে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণের ধারাবাহিকতায় স্যানিটেশনকে সামাজিক আন্দোলনে রূপদানের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করে। আর এই সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে প্রতি বৎসর "অক্টোবর মাস"-কে স্যানিটেশন মাস হিসাবে উদ্‌যাপন। অন্যান্য বৎসরের মতো এই বৎসরও উদ্‌যাপিত হচ্ছে "স্যানিটেশন মাস অক্টোবর-২০১২"। স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই বৎসরও কর্মশালার আয়োজন, র‌্যালী অনুষ্ঠান, স্যানিটেশন মেলা আয়োজন, উঠান বৈঠক, পোষ্টার - লিফলেট বিতরণ, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদি নানারকম কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপন করা হবে। শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনে এই কর্মসূচী পালন বাংলাদেশের সামগ্রিক অগ্রগতির ধারাকে আরো বেগবান করবে।

স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে আমাদের চ্যালেঞ্জপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা MDG এর চাইতে অনেক বেশী অগ্রসর থাকার কারণে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা ও বেসরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। স্যানিটেশন মাস উদযাপনের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটবে না। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সমাজের সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আমাদের শিশুকে, আমাদের পরিবারকে এবং আমাদের পরিবেশকে রক্ষা করার যুদ্ধে আমরা অবশ্যই জয়ী হতে পারবো।

(মোঃ নুরুজ্জামান)

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের সকল মানুষকে স্যানিটেশনের আওতায় আনতে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছর অক্টোবর মাসকে 'জাতীয় স্যানিটেশন মাস' হিসেবে উদযাপন করা হয়। এর লক্ষ্য হল সার্বিক স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধি, মল ত্যাগের অভ্যাস পরিবর্তন, উন্নত ল্যাট্রিন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নততর স্বাস্থ্য আচার পালন। তাই 'স্যানিটেশন মাস অক্টোবর ২০১২' উপলক্ষে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়–এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

স্যানিটেশন একটি মৌলিক মানবিক অধিকার। একইসঙ্গে স্যানিটেশন সভ্যতারও প্রতীক। এটা সুস্বাস্থ্য, সম্মান, মর্যাদা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, সম্ভ্রম ও গোপনীয়তার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্রের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে সকলের জন্য ন্যূনতম স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। অনুন্নত ও অপ্রতুল স্যানিটেশনের অভাবে দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হয়। বিশেষভাবে শিশু ও নারীরা নিপতিত হয় সবচে নাজুক অবস্থায়। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। নইলে উন্নয়ন অগ্রগতির সকল প্রচেষ্টাই ব্যাহত হবে।

বর্তমানে দেশের ৯০ ভাগেরও বেশি মানুষ কোন না কোন ধরনের মৌলিক ল্যাট্রিন ব্যবহার করলেও অবশিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্যানিটেশন মান উন্নয়ন করা খুবই চ্যালেঞ্জের বিষয়। এ কারণেই বাস্তবতা পর্যালোচনা, প্রয়োজনীয় সম্পদ সমাবেশ, সহযোগীদের পূর্ণমাত্রার অংশগ্রহণ, বিদ্যমান অন্তরায়, উত্তরণের উপায়, ইত্যাদি গভীরভাবে অনুধাবন করে যৌক্তিকভাবেই বর্তমান সরকার ২০১৩ সালের মধ্যে সকল পরিবারে স্যানিটেশন নিশ্চিতের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

২০১৩ সালের মধ্যে স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা এককভাবে সরকারের পক্ষে অর্জন সম্ভব নয়। এজন্য সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। স্যানিটেশন আন্দোলনকে গতিশীল, জোরদার ও বেগবান করার জন্য স্থানীয় সরকার, এনজিও, সুশীল সমাজ ও মিডিয়া কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও অবিস্মরণীয় অবদান উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তাই আসুন, ২০১৩ সালের মধ্যে সকল পরিবারের জন্য উন্নত স্যানিটেশনের কাঙ্খিত স্বপ্ন রূপায়ন করতে দুর্গম এলাকা ও জনগোষ্ঠীর স্যানিটেশন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এ অক্টোবর মাসে গণজাগরণ সৃষ্টির জোরদার প্রচেষ্টা চালাই। আশা করি এ প্রচারাভিযান বাংলাদেশকে স্যানিটেশন সোপানে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেবে।

(আবু আলম মো: শহিদ খান)

স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডিপিএইচই · POLICY SUPPORT UNIT (PSU) · wsp · WaterAid · brac · World Vision Bangladesh · VERC · DAM · Plan · World Health Organization Country Office For Bangladesh
unicef · DSK · FANSA · Muslim Aid Serving Humanity · DASCOH · MAX FOUNDATION · care · PSTC · BANGLADESH WASH ALLIANCE Supported by Dutch WASH Alliance · NGO FORUM FOR PUBLIC HEALTH